



266439 - রমযান মাসে ইলম অর্জন করা

প্রশ্ন

রমযান মাসে ইবাদতের জন্য অবসর হওয়া কিংবা ইলম অর্জন করা— কোনটি উত্তম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মাহে রমযান একটি মহান মাস। এ মাসকে আল্লাহ কল্যাণের মৌসুম বানিয়েছেন। তাকওয়া ও বরকতের সম্বল বানিয়েছেন। এ মাসে আল্লাহ কুরআন নাযলি করছেন। তিনি বলেন: “রমযান মাস; যাত কুরআন নাযলি করা হয়েছে মানুষের জন্য হাদিয়াতস্বরূপ এবং হাদিয়াতের সুস্পষ্ট নদির্শনাবলী ও সত্য-মথিয়ার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যবে ব্যক্তি এ মাসে (স্বগৃহে) উপস্থিতি থাকবে, সে যবে এ মাসটি রোযা থাকে।”[সূরা বাকারা, আয়াত ২: ১৮৫]

এটি গণীমত অর্জন ও লাভবান হওয়ার মাস। বুদ্ধিমিন ব্যবসায়ী মৌসুমকে কাজে লাগায়; যাত করে তিনি নিজের লাভ বাড়াত পারে। এ মাসকে কাজে লাগানো যাবে ইবাদতের মাধ্যমে, অধিক নামাযের মাধ্যমে, কুরআন তলোওয়াতের মাধ্যমে, মানুষকে ক্বমা করে দয়ার মাধ্যমে, অন্যের প্রতি ইহসান করার মাধ্যমে, গরীবদের প্রতি দান করার মাধ্যমে এবং ইত্যাদি অন্যান্য নকে আমলের মাধ্যমে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে এমন ইবাদত করতেনে অন্য মাসগুলোতে যা করতেনে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেনে শ্রেষ্ঠ দানবীর মানুষ। তিনি সর্বাধিক দানবীর হতেনে রমজান মাসে; যখন জব্রাইল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করত। জব্রাইল (আঃ) প্রতি রাততে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেনে এবং একে অপরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেনে। নশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্ত বাতাসেরে চয়ে অধিক দানবীর ছিলেনে।”[সহি বুখারী (৬) ও সহি মুসলিম (২৩০৮)]

ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: “শাফয়ে বিনে: আমি পছন্দ করি ব্যক্তি রমযান মাসে তার দান বাড়াবে— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে এবং যহেতে রমযান মাসে মানুষ নিজদেরে প্রয়োজন পূরণেরে জন্য সাহায্যেরে মুখাপকেষী থাকে এবং যহেতে অনেকে মানুষ রোযা ও নামাযে ব্যস্ত থাকায় উপার্জন করতে পারেনে না। তাই দানশীল মানুষদেরে রমযান মাসে দানশীল হওয়াটা কাম্য।”[লাতায়ফুল মাআরফি (পৃষ্ঠা-১৬৯)]



আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “যখন (রমযানরে) শেষে দশক প্রবশে করত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত জাগতনে, তাঁর পরিবারকে জাগিয়ে দতিনে, পরিশ্রম করতনে, লুঙগি বধে নতিনে।”[সহহি বুখারী (২০২৪) ও সহহি মুসলমি (১১৭৪)]

সালাফদরে আদর্শ ছিল যখন রমযান প্রবশে করত তখন তারা সবকছু ছড়ে ইবাদতে মনোনবিশে করতনে; বিশেষতঃ কুরআন তলোওয়াতে।

তাদরে কারো কারো সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইলমরে মজলসিগুলো বাদ দিয়ে ইবাদতে ও কুরআন তলোওয়াতে সময় দতিনে।

ইবনে রজব ‘লাতায়ফুল মাআরফি’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৭১) বলেন:

“রমযান প্রবশে করলে যুরী বলতনে: এই মাস শুধু কুরআন তলোওয়াত ও মানুষকে খাওয়ানোর মাস।

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন: যখন রমযান প্রবশে করত তখন মালকে (রহঃ) হাদসি পাঠ ও আলমেদরে সাথে মজলসি করা থেকে অবসর নতিনে এবং মুসহাফ থেকে কুরআন তলোওয়াতে মনোনবিশে করতনে।

আব্দুর রাজ্জাক বলেন: যখন রমযান প্রবশে করত তখন সুফয়ান ছাওরী সব ইবাদত বাদ দিয়ে কুরআন তলোওয়াতে মনোনবিশে করতনে।”[সমাপ্ত]

রমযান মাসে সলফে সালহীনদরে ইবাদত ও কুরআন তলোওয়াতরে জন্য অবসর নয়োর পক্ষে আরও প্রমাণ বহন করে, রমযান মাসে তাদরে বেশি বেশি কুরআন খতম দয়োর বর্ণনাগুলো।

আব্দুর রহমান বনি আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করনে: তিনি রমযান মাসে প্রতিদিনে খতম দতিনে। আর রমযান ছাড়া অন্য সময়ে এক জুমা থেকে অপর জুমায় খতম দতিনে।[তাফসরি ‘সাইদ ইবনে মানসুর’ (২/৪৫২) ও বাইহাকীর ‘আস-সুনান আল-কুবরা (২/৪৪৯)]

ইব্রাহিম আন-নাখ্দি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল-আসওয়াদ রমযান মাসরে প্রত্যকে দুই রাত্রে কুরআন খতম করতনে। তিনি মাগরবি ও এশার মাঝরে সময়টুকু ঘুমাতনে। অন্য সময়ে প্রতি ছয়দিনে কুরআন খতম দতিনে।[মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (১/৫৬৫), তাফসরি সাইদ বনি মানসুর (২/৪৪৯), বর্ণনাটির সনদ সহহি]

আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন: আবু হানফি (রহঃ) প্রতিদিন ও রাত্রে কুরআন খতম করতনে। যখন রমযান মাস আসত তখন ঈদরে রাত ও ঈদরে দিন সহ বাষট্টি বার কুরআন খতম করতনে।[আখবার আবু হানফি ও আসহাবহি (পৃষ্ঠা-৫৫) থেকে সমাপ্ত]



রাবীঈ বনি সুলাইমান (রহঃ) বলেন: শাফয়েি প্রতিরাত কুরআন খতম করতেন। যখন রমযান আসত তখন প্রতিরাত এক খতম ও প্রতিদিনে এক খতম করতেন। এভাবে রমযান মাসে তিনি ষাট বার কুরআন খতম করতেন। [তারিখু বাগদাদ ও যুয়ুলুহু (২/৬১)]

মুহাম্মদ বনি ইসমাঈল আল-বুখারীর ছাত্রগণ রমযান মাসের প্রথম রাতের কাছের সমবতে হত। তিনি তাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন। প্রতিরাতকালে বশি আয়াত তলোওয়াত করতেন। এভাবে কুরআন খতম করা পর্যন্ত।

অনুরূপভাবে শেষে রাতের কুরআনের অর্ধেক থেকে এক তৃতীয়াংশ পড়তেন। এভাবে প্রতিদিনে শেষে রাতের কুরআন খতম করতেন। আর দিনের বেলায় প্রতিদিন এক খতম দিতেন। [শুআবুল ঈমান (৩/৫২৪) থেকে সমাপ্ত]

পূর্ববোক্ত আলোচনার সারকথা:

রমযান মাসে উত্তম হলো ইবাদতে মনোনিবেশ করা। বিশেষতঃ কুরআন তলোওয়াতে। তদুপর কিছু ইলমী মজলসি হাযরি হতে ও কিছু বই পড়তে বাধা নাই। যত্ন করে এর মাধ্যমে মনকে চাঙা রাখা যায় এবং উপকারী কছির মাধ্যমে মনকে কছিতা শৈথিল্য দূর করা যায়। যদি এমন কোন সুযোগ থাকে এবং রমযানের বিশেষ আমলে বহিন না ঘটে। তবে ইতপূর্ববে যা উল্লেখ করা হয়েছে সটোকের বিবেচনায় রাখতে। অর্থাৎ মূল মনোযোগ হবে ইবাদতে মগ্ন থাকা। নফল আমল, কুরআন তলোওয়াত, দান-সদকা, বদান্যতা ও মানুষের উপকার ইত্যাদি বেশি বেশি করা। গটো মাসে এটাই হবে ব্যক্তির করণীয়।

রমযান মাসে ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার পক্ষে আরও যত্নে বিষয়টি উৎসাহ জোগায় তাহলো: রমযান মাসে নকে আমলের সংখ্যা ও মানকে বর্ধিত করা হয়।

বনি বায (রহঃ) বলেন: “রমযানের এই মহান মর্যাদার কারণে রমযানের নকে আমলের রয়েছে মহান মর্যাদা ও বহুগুণ বৃদ্ধি। অন্যদিকে এ মাসে বদ আমলের গুনাহ অন্য মাসের তুলনায় জঘন্য ও বড়। তাই একজন মুসলমির উচিত এই মাসকে ইবাদত-বন্দগী ও নকে আমলে কাজে লাগানো এবং বদ আমলগুলো বর্জন করা। আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তার আমলগুলো কবুল করে নিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং তাকে সত্যের উপর অবচল থাকার তাওফিক দিবেন। কিন্তু বদ আমল সবসময় সম সংখ্যায় থাকে। এর সংখ্যা বাড়ানো হয় না। না রমযানে; আর না অন্য সময়ে। অন্যদিকে নকে আমলের সংখ্যা দশগুণ থেকে বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়।” [ফাতাওয়া বনি বায (১৫/৪৪৭) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।